

জই

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের জীবনে অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে। আমরা যে সকল মানুষকে জীবনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি তাঁরা আমাদের কাছে অন্যতম। তেমনি আমার জই আমার জীবনের আদর্শ। সেই আদর্শ ব্যক্তিকে নিয়ে আমি যাই লিখি না কেন তা কম হবে। তবুও আজ আমি সেই আদর্শ ব্যক্তিকে নিয়ে কিছু কথা লিখব।

ছোটবেলায় জ্যাঠা উদ্ভারণ করতে পারতাম না বলে জ জ করতে করতে তা একসময় জই হয়ে পরে। জই অবশ্য এই নামেই খুশি ছিলেন বেশ, যার জন্যই হয়ত বড় হয়েও আমার আর এই ডাক পরিবর্তন করতে হয়নি। জই, এই শব্দটির মাঝে আমার কাছে আকাশ সমান ভালোবাসা, আদর, যত্ন ও সোহাগ লুকিয়ে আছে। তিনি ছিলেন একজন সৎ মানুষ, আমার কাছে একজন আদর্শ শিক্ষক, একজন অসাধারণ পরামর্শদাতা, যিনি আমাকে সর্বদা আমার সেরাটা দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং আমাকে আমার জন্য ভালো হবে এমন সকল বিষয়ে সমর্থন করতেন। জই ছিলেন আমার বন্ধুর মত যাকে আমি সবসময় আমার পাশে পেয়েছি। তিনি আমাকে যে সব শিক্ষা দিয়েছেন তা সবসময় আমার সাথে থাকবে। সেইসাথে তিনি মনের মাঝে বেঁচে থাকবেন আজীবন। আমাকে যদি কেউ কখনও জিজ্ঞেস করে আমি জীবনে কার থেকে সবচেয়ে শিক্ষা পেয়েছি, নতুন নতুন জিনিস জেনেছি তাহলে আমি এক কথায় বলব আমার জই এর থেকে। তার নেতৃত্ব, পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা আমাকে একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

ছোটবেলায় জই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় কারন তাঁর সাথে নানা জায়গায় ঘুরতে যাওয়া হতো, খাবার খাওয়া হতো। তার সাথে ভারত,নেপাল এর নানান জায়গা ঘুরে বেঁিয়েছি। সেই ভ্রমনস্মৃতি গুলোর কথা মনে পরলে আজও আমার আনন্দ লাগে।

এখন বুঝি তিনি ছিলেন আমার জন্য বটবৃক্ষ। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাকে আগলে রেখেছেন, ছায়ায় মতো আমার পাশে ছিলেন, আমাকে দিয়েছিলেন নির্ভরতা। নিজের শত সমস্যা সত্ত্বেও আমাকে সন্তানের মতো ভালোবেসেছেন এবং আমার সকল আবদার মেটানোর চেষ্টা করতেন। আপাতগম্ভীর খেলসের আড়ালে আমি দেখেছিলাম তার ভিতরের কোমল রূপ। আমার জই আমার জীবনে কত বড় ভূমিকা রেখেছেন তা আমি লিখে প্রকাশ করতে পারব বলে আমার মনে হয় না। শুধু এতটুকু বলতে চাই তিনি আমার জীবনে যে শ্রদ্ধার স্থান দখল করে নিয়েছেন তা অন্য কেউ কখনো নিতে পারবে না। সবসময় তিনি আমার মনে আমার আদর্শ হিসেবে বেঁচে থাকবেন। পরিশেষে বলতে চাই আমার জইকে আমি অনেক ভালোবাসি এবং আজও আমার মনে হয় আমার জই আমার সাথেই আছেন। হয়ত দূরে কোথাও থেকে আমাকে দেখছেন।

জই এর কথা বলতে গেলে আরো একজন মানুষের কথা না বললেই নয় এবং তিনি আমার জন্মই(জিঠিমা)। ছোটবেলার আমি আমার বাবা মার চেয়ে বেশি সময় বোধ হয় কাটিয়েছি জই এবং জন্মই এর সঙ্গে। সে কারণেই হয়তো আমি আমার বাবা মার মতো সমান জায়গা, সম্মান দিয়েছি এই দুজন মানুষকে। আমার সারাজীবন এই দুজন মানুষের কাছে আমি ঋণী হয়ে থাকবো। তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা কখনো হয়তো মুখে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি। লিখেও কতটা প্রকাশ করতে পেরেছি আমি জানিনা। তবে আমি তাদের আমার বাবা মায়ের স্থান দিতে পেরেছি এতটুকুই বলতে চাই।

পুলক দেবরায়





ছবিতে জই এর সাথে আমি - ১২/২০০২